দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 30 SEP 2005
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

রাবিতে ছাত্রদলের দু'গ্রুপে ফের বন্দুকযুদ্ধ

গুলিবিদ্ধসহ আহত ১৫ ক্যাডার

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী/রাবি সংবাদদাতা ॥ মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের দু'গ্রুপের ক্যাডারের মধ্যে বৃহস্পতিবার আবারও ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, বোমাবাজি, বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। মুহূর্মুহু গুলিবর্ষণ ও শক্তিশালী হাতবোমার বিস্ফোরণে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে। এতে একজন গুলিবিদ্ধসহ

সংঘর্ষের সময়ই চলছিল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর আইনশৃঙ্খলা বৈঠক

আহত হয়েছে অন্তত ১৫ ক্যাডার। এছাড়া ছাত্রদলের ক্যাডার সাফিন, মিরান ও রোমেলের বেপরোয়া হামলায় কর্তব্যরত দৈনিক যুগান্তরের ফটোসাংবাদিক নজরুল ইসলাম জুলু গুরুতর আহত হন। আহতদের কয়েকজনকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাবি মেডিক্যাল সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত প্রধান চিকিৎসক আব্দুল মজিদ এ্যাম্বুলেন্সযোগে হলে হলে গিয়ে সংঘর্ষে আহত ছাত্রদল ক্যাডারদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন বলে

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

রাবিতে ছাত্রদলের (প্রথম পাতার পর)

প্রত্যক্ষদর্শী ও নির্ভরযোগ্য দলীয় সূত্রে জানা যায়। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর যখন স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের আইজি এবং উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলার এসপি ও ডিসিদের নিয়ে রাজশাহীর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে রাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের ক্যাডারদের বন্দুকযুদ্ধ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। কারণ আরএমপির উর্ধতন কর্মকর্তাদের অনেকেই তখন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সভা এবং মন্ত্রীর প্রটোকল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আরএমপির কমিশনার নাইম আহমেদ সভাস্থল থেকে দ্রুত বেরিয়ে বন্দুকযুদ্ধ ও বোমাবাজিতে লিপ্ত ক্যাডারদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে যেতে পুলিশকে নির্দেশ দেন। কমিশনারের নির্দেশ পেয়ে পুলিশ বন্দুকযুদ্ধ ও বোমাবাজিতে লিপ্ত ছাত্রদল ক্যাডারদের ছত্রভঙ্গ করতে শটগানের ফাঁকা গুলি, রবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মতিহার থানার ওসি ফযজুর রহমান সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেন, বিবদমান গ্রুপের ক্যাডাররা পরস্পরকে লক্ষ্য করে অন্তত ২৫ রাউন্ড গুলি বিনিময় করে। আর পুলিশ ৬ রাউন্ড শটগানের গুলি ও রবার বুলেটসহ বেশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। কিন্তু প্রক্টরের বাধার কারণে পুলিশ সশস্ত্র ক্যাডারদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এ নিয়ে সাংবাদিকদের সামনেই প্রক্টরের সঙ্গে ওসির প্রকাশ্যে বাকবিতণ্ডার ঘটনাও ঘটে। এদিকে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আহ্বায়ক লিখন গ্রুপের ক্যাডাররা অস্ত্রসহ শহীদ হবিবুর রহমান হলে এবং গোর্কি গ্রুপের ক্যাডাররা শের-ই-বাংলা ফজলুল হক হলে অবস্থান নেয়। পুলিশ শের-ই-বাংলা হল তল্লাশির জন্য ঘেরাও করে রাখে। কিন্তু স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের আইজির রাজশাহীতে অবস্থানের কারণে হল তল্লাশির অনুমতি মেলেনি বলে পুলিশের একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়। তবে শহীদ হবিবুর রহমান হলের ক্যাডাররা থাকে অরক্ষিত। এই সুযোগে সেখানে অবস্থান নেয়া ছাত্রদল ক্যাডাররা সশস্ত্র অবস্থায় অন্যান্য আবাসিক হলে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে ফটোসাংবাদিক জুলুর ওপর ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে কর্তব্যরত সাংবাদিকরা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশ থেকে জুলুর ওপর হামলাকারী ছাত্রদল ক্যাডার সাফিন, মিরান ও রোমেলকে অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। ছাত্রদলের বিবদমান গ্রুপের ক্যাডাররা আরও সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাম্পাস জুড়ে উত্তেজনা ও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছে।